ব্যাংকিং খাতে প্রচুর 'প্রফিট টেকিং' সত্ত্বেও ডিএসই'র ২টি সূচক বেড়েছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ গতকাল (সোমবার) অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দর পতন হয়েছে। বেড়েছে গ্রামীণফোন ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ ৯৩টি কোম্পানির সিকিউরিটিজের। বৃহত্তর লেনদেন কর্মকাণ্ডে ধনাত্মক ধারা বহাল থাকায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান ২টি মূল্য সূচক বেড়েছে।

শক্ত মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির সমন্বয়ে গড়া ডিএসই ২০ সূচকভুক্ত ১৩টি কোম্পানির দর পতন হবার পরও গতকাল ডিএসই ২০ সূচক কমেছে ০.৮০ পয়েন্ট। ডিএসই'র সাধারণ ও সার্বিক মূল্য সূচক বেড়েছে যথাক্রমে ৬২.৭৫ ও ৪৩.৬৪ পয়েন্ট।

ডিএসই'র সাধারণ ও সার্বিক মূল্য সূচক বৃদ্ধির পেছনে মূল অবদান ছিল গ্রামীণফোনের শেয়ারের। গতকাল ডিএসই'তে গ্রামীণফোনের ৫৩ লাখ ৭৭ হাজার শেয়ারের লেনদেন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার বাজারমূল্য ছিল ১৬২ কোটি ৬২ লাখ টাকা। গতকাল ডিএসই'তে এ শেয়ারটির উদ্বোধনী মূল্য ছিল শেয়ার প্রতি ২৯৪.৫০ টাকা। দিনের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ৩১২.০০ টাকা। ক্লোজিং প্রাইস ছিল ৩১০.৬০ টাকা।

ডিএসই'র অনলাইন নিউজে গ্রামীণফোনের সাথে একটেলের একটি 'মাও' স্বাক্ষরিত হবার নিউজ প্রচারিত হয়। উল্লিখিত নিউজকে অবলম্বন করে গ্রামীণফোনের শেয়ারের দাম ও লেনদেন উভয়ই বাড়তে থাকে গতকাল।

বাজার গোয়েন্দাদের মতে, উল্লিখিত লেনদেনের বড় অংশ ছিল জুয়াড়ি নিয়ন্ত্রিত। গতকাল জুয়াড়িরা গ্রামীণফোনের শেয়ারের একটি বড় মজুদ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। এরমধ্যে কিছু সাধারণ বিনিয়োকারীরও অংশগ্রহণও রয়েছে। তবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বুঝার ভুল রয়েছে। ভুলটি হলো 'মাও'-এর অর্থ হৃদয়াঙ্গম করার ব্যর্থতা। মাও একটি প্রাথমিক সমঝোতা চুক্তিমাত্র। এ চুক্তি চূড়ান্ত চুক্তিতে পরিণত হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে সম্ভাবনার জায়গাটি ৫০ শতাংশে সীমিত।

উপরন্তু চূড়ান্ত চুক্তির পরও বিশ্লেষণের একটি জায়গা থেকে যায়। তিন অংকের পিই অনুপাতে শেয়ার কেনার পর চূড়ান্ত চুক্তির সাফল্য পেতে কত বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে? উল্লিখিত বিশ্লেষণ ছাড়া যদি কেউ গ্রামীণ ফোনের শেয়ার গতকাল কিনে থাকে সে বড় ধরনের বিনিয়োগ ঝুঁকি নিয়েছে বলে ধরা যায়।

'মাও' হবার পরও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি এমন অনেক কোম্পানিই বর্তমানেও তালিকাভুক্ত রয়েছে। এরমধ্যে নামিদামি কোম্পানিও রয়েছে। কাজেই 'মাও' মূল্য সংবেদনশীলতার আবেদন বহন করে কিনা এ ব্যাপারে বহু আগেই প্রশ্ন ওঠেছে।

বাজার গোয়েন্দাদের ধারণা গ্রামীণফোনের শেয়ারের ব্যাপারে এখনই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নেয়া না হলে বাজার শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটার আশংকা থেকে যাবে।

গতকালের বাজার চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, এদিন ব্যাংকিং খাতের শেয়ারে প্রচুর 'প্রফিট টেকিং' হয়েছে। প্রফিট টেকিং সত্ত্বেও বৃহত্তর লেনদেন কর্মকাণ্ডে ব্যাংক কোম্পানির শেয়ারের প্রাধান্য বজায় ছিল। সেই সাথে মূল্য বৃদ্ধির ধারাও অব্যাহত ছিল। লেনদেনের শীর্ষ ২০ তালিকায় ১১টিই ছিল ব্যাংক কোম্পানির শেয়ার। এরমধ্যে ৯টির দাম বেড়েছে। কমেছে মাত্র ৩টি ব্যাংক কোম্পানির শেয়ারের দাম।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গতকাল ডিএসইতে

মোট ২৪২টি কোম্পানীর ৪ কোটি ৬৮ লাখ ৫ হাজার ০ শত ২২টি শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড লেনদেন হয়েছে। যার মোট মূল্য ছিল ১২০৭ কোটি ৩ লাখ ১২ হাজার ৫শ ৫ টাকা। যা আগের দিনের চেয়ে ২২০ কোটি ১০ লাখ টাকা বেশি।

ডিএসইর সাধারণ মূল্যসূচক আগের দিনের চেয়ে ৬২.৭৫ পয়েন্ট বেড়ে গতকাল ৫৫৫২.৮৬ পয়েন্টে উন্নীত হয়। অন্যদিকে ডিএসই- ২০ মূল্যসূচক আগের দিনের চেয়ে .৮০ পয়েন্ট কমে ৩১৩৪.১৭ পয়েন্টের ঘরে নেমে আসে। লেনদেনকৃত ২৪২টি কোম্পানীর মধ্যে দাম বেড়েছে ৯৩টির, কমেছে ১৪১টির এবং অপরিবর্তিত থাকে ৮টি কোম্পানীর শেয়ার।

দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ তালিকায় গতকাল স্থান পায় ম্যাকসন স্পিনিং, বঙ্গজ, ৮ম আইসিবি, বাংলাদেশ শিপিং কর্পো:, ৩য় আইসিবি, গ্রামীণফোন, ৫ আইসিবি, সোনালী আঁশ, এইচআর টেক্স ও এশিয়ান প্যাসেফিকের শেয়ার।

অন্যদিকে দাম কমার শীর্ষ দশে ছিল কোহিনুর কেমিক্যাল, নিলয় সিমেন্ট, জিলবাংলা, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, রংপুর ফাউন্ড্রি, শমরিতা হসপিটাল, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট, রেনেটা, বীচ্ হ্যাচারি ও ফার্স্ট লিজ ইন্টারন্যাশনালের শেয়ার।

লেনদেনের ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০ কোম্পানি ছিল গ্রামীণফোন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, বেক্সিমকো, এবি ব্যাংক, লঙ্কাবাংলা ফিন্যান্স, প্রিমিয়ার ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ও প্রাইম ব্যাংকের শেয়ার। গতকাল ডিএসই'র বাজার মূলধন ছিল ঃ ২২৭১৬৯৬১৪৫৭৪৭ টাকা।

মনিপুরী মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে
কৃষি ব্যাংকের ঋণ বিতরণ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের উপস্থিতিতে গত ৫ ফেব্রুয়ারি সিলেটে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আয়োজনে 'মনিপুরী মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ' ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। মির্জাজাঙ্গাল মনিপুরী রাজবাড়ী মন্দির প্রাঙ্গণে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ব্যাংকের সিলেটের বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এতে কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোখতার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মাসুদ আহমদ খান, নিতাই চাঁদ দাস, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণসহ মনিপুরী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান কৃষি ব্যাংক পরিচালিত মনিপুরীদের এ ঋণ কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এ ধরনের গ্রুপভিত্তিক ঋণদান কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশনা দেন। কৃষি ব্যাংকের ঋণনীতি আরো উদার করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গভর্নর ভবিষ্যতে এ ঋণসীমা আরো বাড়ানোর বিষয়টি যাচাই করারও পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোখতার হোসেন এ ধরনের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে আরো ঋণ বিতরণ করা হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি সভায় ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে নাগরিক অডিট কার্যক্রম দৃঢ়তার সাথে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ৫১ জন মনিপুরী মহিলা উদ্যোক্তার মধ্যে ৩৩.৫ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। মনিপুরী ঋণ গ্রহীতারা এ ঋণের টাকা দিয়ে তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতে কাপড় উৎপাদন করবেন বলে সভায় জানান।

বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ফিন্যান্সিয়াল ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি ধরে রাখলো এইচএসবিসি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : 'ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স ব্যাংকিং ৫০০' রেটিং-এ টানা তৃতীয়বারের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে এইচএসবিসি। ২০১০ সালের জন্য প্রকাশিত এ তালিকায় এইচএসবিসি ব্র্যান্ড মূল্যায়নে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি এইচএসবিসি'র ব্র্যান্ড মূল্যমানও ১২% বেড়ে ২৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কৃতি, সমাজ ও গ্রাহকভেদে বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্যকে সম্মান দেখানো, আর সতর্ক সুচিন্তিত আর্থিক ব্যবস্থাপনাই এইচএসবিসি'র অব্যাহত ব্র্যান্ড নেতৃত্বের প্রধান কারণ বলে মনে করেন সঞ্জয় প্রকাশ, বাংলাদেশ এইচএসবিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

'ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স ব্যাকিং ৫০০' চার বছর ধরে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ফিন্যান্সিয়াল ব্র্যান্ডগুলোর মূল্যমান বিচার করে রেটিং প্রকাশ করে আসছে। ব্যাংকিং সেক্টরের ব্র্যান্ড মূল্যায়নের একমাত্র এই রেটিংটি এমন এক সময় প্রকাশিত হলো যখন বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক মন্দার ধাক্কা সামলে উঠছে।

ডেভিড হেই, ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের প্রধান নির্বাহী, মন্তব্য করেন, 'একদম মৌলিক জিনিসগুলোই নিখুঁতভাবে করায় এইচএসবিসি অতুলনীয়। বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, চমৎকার পণ্য, অসাধারণ সেবা আর অভিনব বিজ্ঞাপনী প্রচারণা এইচএসবিসি'কে এ অবস্থানে নিয়ে এসেছে।'

৩১ ডিসেম্বর ২০০৯-এর অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে 'ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স ব্যাংকিং ৫০০'-এর ২০১০ রেটিংটি প্রকাশিত হয়েছে।

রেপো নিলামের ফলাফল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : গত ৭ ফেব্রুয়ারি (রোববার) বাংলাদেশ ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রেপো নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। ওই নিলামে ১ দিন মেয়াদি ৪২০.০০ কোটি টাকার ৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত রেপো দরপত্রের বার্ষিক সুদের হার ছিল শতকরা ৪.৫০ ভাগ।

ট্রেজারি বিলের নিলামের ফলাফল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২০১০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি (রোববার) ট্রেজারি বিলের ০৬/২০১০ নং নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। ওই নিলামে ৩৬৪ দিন মেয়াদি বিলের জন্য মোট ৫৩৫.২০ কোটি টাকার দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৪৪.২০ কোটি টাকার দরপত্র গৃহীত হয় এবং ১৫৫.৮০ কোটি টাকা প্রাইমারি ডিলারদের নিকট ডিভল্বড হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের অন্তর্নিহিত বার্ষিক আয়ের হারের সীমা (Range of implicit yield) ছিল শতকরা ৪.৬১-৪.৬২ ভাগ।

আবাদি জমির সেচ বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে বাণিজ্যিক হিসেবে

নাটোর জেলা সংবাদদাতা ঃ নাটোরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সেচ সুবিধার আবাদি জমিকে বাণিজ্যিক আওতায় এনে বিল প্রদানে বাধ্য করেছে। নাটোর শহরতলীর হুগোলবাড়িয়া এলাকায় মোঃ গোলাম মোস্তফা

তার ২০ বিঘা আবাদি জমি ও পাঁচ বিঘা পুকুরে সেচ দেয়ার জন্য ২০০৩ সালে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ থেকে মোট ২০ হাজার ১শ' ৬৪ টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেন। গৃহীত সংযোগ সুবিধায় তিনি তার আবাদি জমিতে সেচ এবং পুকুরে মাছ চাষের জন্য পানি নিয়ে আসছেন। সংযোগ গ্রহণের শুরু থেকে প্রতিমাসে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ তার নামে সেচ বিল পাঠালে তিনি নিয়মিত পরিশোধ করে আসছেন। হঠাৎ করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালে তার সেচ বিল পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক বিল দেয়া শুরু হয়। তিনি বিল পরিশোধে আপত্তি জানালে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। গোলাম মোস্তফার এই আবাদি জমির ২০ বিঘাতেই এখন সরিষা চাষ করা রয়েছে। জমির আবাদ নষ্ট হয়ে যাবে বিধায় তিনি সেচের বদলে বাণিজ্যিক বিলই পরিশোধ করে আসছেন। নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সাথে যোগাযোগ করে তিনি তার সেচ বিলকে বাণিজ্যিক বিল করার প্রতিবাদ জানিয়ে তা সংশোধন করার অনুরোধ জানান। এর পরেও তার সেচ বিল বাণিজ্যিক বিলহারে আসায় প্রতিমাসেই তাকে সেচ বিলের প্রতি ইউনিট ২ টাকা ২৮ পয়সার স্থলে বাণিজ্যিক বিল হিসেবে তাকে গুণতে হচ্ছে ৫ টাকা ৬১ পয়সা হিসেবে। এ ব্যাপারে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর মহা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গোলাম মোস্তফার ঐ আবাদি জমির সাথে একটি পুকুর থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগটি সেচের বদলে বাণিজ্যিক করা হয়েছে।